উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৫
সংখ্যা ১
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬

আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ'০৫ উপলক্ষে আয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ মেলা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়নে আজ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন,দারিদ্র নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর ইতিবাচক পরিবর্তন ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে দৃশ্যমান। জাতিসংঘ ঘোষিত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস'এর সাথে সংগতি রেখে সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন,কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে একটি 'দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র' প্রণয়ন করেছে। তিনি গত ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ইংরেজী তারিখে ঢাকার শেরাটন হোটেলে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ'২০০৫ উপলক্ষে আয়োজিত দুইদিন ব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ মেলা ও পিকেএসএফ এর শ্রেষ্ঠ সহযোগী সংস্থাসমূহকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, দ্রুত দারিদ্র নিরসন করতে হলে আমাদেরকে গ্রামীণ কৃষি ও

(১ম ছবিতে) আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ'০৫ উপলক্ষে ঘাসফুল কর্তৃক প্রকাশিত [illegible] গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে উপহার দিচ্ছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। (২য় ছবিতে) ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড.ফখরুদ্দিন আহমেদ।

অকৃষি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি লক্ষ্যভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সম্প্রসারণ করতে হবে। আমরা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে দেশে প্রকট দারিদ্রকে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে চাই। তিনি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারী,বেসরকারী ও এনজিও খাতকে সুসমন্বিত প্রয়াস চালানোর জন্য আহবান জানান। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদযাপন কমিটি'র আহবায়ক ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ। তিনি বলেন, "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)" ১৯৯০ সালে একটি শীর্ষ ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও ডিস-প্লে তে ঘাসফুলের কৃতিত্ব

ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোরী খালেদা আক্তারের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ নেছার আহমদ রুমী।

গত ২৬ মার্চ ২০০৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দানে যুব ও শিশু - কিশোর সমাবেশ, মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আশরাফুল মকবুল, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, জনাব ড. সৈয়দ নেছার আহমদ রুমী, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে এর দুটি শাখায় (ছোট ও বড় গ্রুপ) মোট নয়টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। মনোরম ডিসপ্লের

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

জাইকা - ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে "সবুজ" প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে "সবুজ" (Strengthening Household Opportunity for Women in Bangladesh to Organize Gardening for Health) প্রকল্পের কার্যক্রম গত মার্চ' ০৬ থেকে শুরু হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের শর্মাপাড়া,সেনপাড়া,রতনপুর এবং খিলাপাড়া ও হাটহাজারী উপজেলার হাটহাজারী সদর ইউনিয়নের আদর্শ গ্রাম ও মির্জাপুর ইউনিয়নের হাশেমনগর গ্রামে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। উক্ত প্রশিক্ষণের পরে প্রত্যেক উপকারভোগী নিজেরা বিভিন্ন শাক-সবজি চাষ করবে। নিজেরা ভোগ করার পাশাপাশি বিক্রি করার মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিবারের অর্থ উপার্জনকারী একজন সদস্য হিসেবে অবদান রাখতে পারবেন। প্রকল্পের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচনের নিমিত্তে ইতোমধ্যে উক্ত এলাকাগুলোতে একটি জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের মেয়াদ হচ্ছে ১ বছর।

দলীয় সভায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্পের উপকারভোগীদের একাংশকে দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, জাইকা এই প্রথম বাংলাদেশের কোন বেসরকারী সংস্থাকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচন করল।

শুভ নববর্ষ ২০০৬

বিশ্ব পানি দিবস ২০০৬ উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা

'পানি প্রাপ্তির অধিকারকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ঘোষণা করতে হবে'

গত ২৫ মার্চ'০৬ পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনী প্রাংগনে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, পানি সঙ্কট চট্টগ্রাম মহানগর সহ সারা দেশের একটি কঠিন সমস্যা এবং এ সঙ্কট নিরসনে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনার রেখা আলম চৌধুরী। মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগের সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহম্মদ ইদ্রিস, সেবক কলোনীস্থ উদয় যুব সংঘের প্রধান উপদেষ্টা রাজারাম সর্দার,উক্ত সংগঠনের সভাপতি জগদীশ দাস,বিশিষ্ট সমাজসেবক আবুল কালাম আজাদ ও ইফতেখার মারুফ। সভার শুরুতে চট্টগ্রামের পানি পরিস্থিতির উপর ধারণা প্রদান ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ঘাসফুলের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। তিনি বলেন,ঘাসফুল প্রায় তিন দশক ধরে দরিদ্র,বস্তিবাসী সাধারন মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। সাধারণ জনগন নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত । বিশ্বে মোট স্বাদুপানির ৬ শতাংশ ব্যবহার হয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে। একজন মানুষের দৈনিক পানি লাগে ২০ লিটার। অথচ এ নুন্যতম পানি থেকেই বঞ্চিত নগরীর প্রায় ৩৫লাখ মানুষ। কিন্তু পানি মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন এ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সংবিধানে এখনও নিরাপদ পানি পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়নি। আজ বিশ্ব পানি

পানি দিবস'০৬ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মহিলা কমিশনার রেখা আলম চৌধুরী। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সেবক কলোনীস্থ উদয় যুব সংঘের প্রধান উপদেষ্টা রাজারাম সর্দার।

দিবসে আসুন সমস্বরে দাবী জানাই পানি প্রাপ্তির অধিকারকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ঘোষণা করতে হবে।

বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে শুরু হওয়া বিশ্ব পানি দিবস'০৬ এর আলোচনা সভায় রাজা রাম সর্দার বলেন, অত্র সেবক কলোনীতে বিশুদ্ধ নিরাপদ পানির অভাব রয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় এই পানির জন্য আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। আবুল কালাম আজাদ বলেন, পানি একদিকে যেমন জীবন,তেমনি মরণও। একসময় আমরা জানতাম পানির অপর নাম জীবন। অথচ পানি যখন দূষিত হয় তখন তা মানুষের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই যেটুকু পানি পাই তা বিশুদ্ধ করে পান করব। জগদীশ দাশ বলেন, এখন চট্টগ্রামের অনেক মানুষকে রাত জেগে লাইন ধরে পানি আনতে হয়, মাঝে মাঝে কিনতেও হয়। তবুও আমি মনে করি আমাদের মত বিশুদ্ধ পানির সমস্যা আর কোথাও নেই। আমরা যে পানি পাই তা খাওয়ারও অযোগ্য। এই সমস্যার কথা যথাস্থানে পৌছে দিয়ে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানান।

মূখ্য আলোচক চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগের সভাপতি মুহম্মদ ইদ্রিস বলেন, ঘাসফুল আয়োজিত পানি দিবসের অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে এমন এক জায়গাকে নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট। নিরাপদ পানি বলতে, আমরা গন্ধহীন,বর্ণহীণ,খেতে সুস্বাদু পানিকে বুঝি। কিন্তু এখানকার মানুষ যে পানি পান করছে তা মোটেই নিরাপদ নয় বরং দুষিত। তিনি আরো বলেন, ফিল্টার ছাড়া এই এলাকার পানি পরিশোধন করা যাবে না। পানির দুষণ ও অপচয় রোধে সম্মিলিত ভাবে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহবান জানান।

প্রধান অতিথি রেখা আলম চৌধুরী বলেন, পানি সঙ্কট নগরীর সাধারণ চিত্র হলেও সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে দরিদ্র মানুষরা। পানির সমস্যা কতটা প্রকট তা আমি সবসময়ই উপলব্ধি করেছি এবং এই সমস্যা সমাধানে কাজও করে যাচ্ছি। এছাড়াও বক্তারা পানি প্রাপ্তির অধিকারকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ঘোষণা করার আহবান জানান এবং অধিকার আদায়ের যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সাথী হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

জাতীয় হাম প্রতিরোধ ক্যাম্পেইনে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

বিগত ২৫ মার্চ - ১৬ এপ্রিল'০৬ পর্যন্ত দেশব্যাপী জাতীয় হাম প্রতিরোধ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এ উপলক্ষে ১-১০ বৎসর বয়সী সকল শিশুকে হামের টিকা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,ইউনিসেফ এর সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ডবলমুরিং থানাধীন ৭টি ওয়ার্ডে মোট ৩৪২৮ জন শিশুর মধ্যে হামের টিকা প্রদান করে।

সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আপনার, আমার - সবারের।

বিটার সম্মাননা পেলেন ঘাসফুলের তৃণমূল নারী রেনুয়ারা বেগম

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস'০৬ উপলক্ষে বেসরকারী সংস্থা বিটা চট্টগ্রামে কর্মরত ৬টি বেসরকারী সংস্থার ৬ জন নারী সংগঠককে সম্মাননা দিয়েছে । বিভিন্নভাবে সামাজিক উন্নয়নে যারা অবদান রাখছে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে বিটা এ পুরস্কার প্রদান করেছে। যে ৬ জন নারী সংগঠককে সম্মাননা দেয়া হয়েছে তাঁরা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের। এসব নারীরা স্ব-স্ব এলাকায় নারীর ক্ষমতায়নে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করছে। সম্মাননা প্রাপ্ত নারী সংগঠকরা হচ্ছেন - ঘাসফুলের রেনুয়ারা বেগম,ইপসার বেবী ইয়াসমিন,সিডাব্লিউএফডি'র দিপালী ভট্টাচার্য্য,কোভেকের কুসুমবালা,প্রত্যাশীর লুৎফুন্নাহার এবং বিটার ফেরদৌসি বেগম।

এনায়েত বাজার মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল নিলুফার জহুরের কাছ থেকে ক্রেস্ট নিচ্ছেন রেনুয়ারা বেগম।

বিটা কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা পত্রে বলা হয়,ঘাসফুলের রেনুয়ারা বেগম ব্লাস্টের সহায়তায় ঘাসফুল পরিচালিত জিকেএনএইচআরআইভি (জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ) প্রকল্পের নারী সহায়তা গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এলাকার নির্যাতিত এবং দুঃস্থ নারীদের পাশে থেকে তাদেরকে আইনি সহায়তা প্রাপ্তিতে প্রতিনিয়ত সহায়তার কাজ করেন এ নারী। এলাকায় নারী শিক্ষার প্রসার,ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা,নারী পুরুষের সমতা তথা জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে রেনুয়ারা কাজ করে যাচ্ছেন বিরামহীনভাবে।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ'০৬

উন্নতি হচ্ছে বর্তমানের কাজ এবং ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রত্যয় - এমারসন।

সত্য বলার স্বাধীনতা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও শোভন জিনিস - বেকন।

পানি প্রাপ্তির অধিকার- সকলের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার

বিগত ২২ মার্চ ছিল বিশ্ব পানি দিবস। ১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবসটি নানা আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল " পানি এবং সংস্কৃতি:আমাদের অবস্থান কোথায়"। এ দিবসটি যখন আমরা পালন করছি তখন বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটে নিমজ্জিত। বহুবিধ কারণে এই পানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। **প্রথমত**, জনসংখ্যা এবং কৃষি-শিল্পসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবছর পানির চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু পৃথিবীতে পানিসম্পদ,বিশেষ করে মিঠা পানির পরিমান সীমিত। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কমেছে। **দ্বিতীয়ত**, জলাশয়ের আয়তন ক্রমাগতভাবে কমছে। নদী-খাল ভরাট ও দখল হচ্ছে । পুকুর-ডোবারও একই পরিনতি হচ্ছে। ফলে ভূপৃষ্ঠে পানির মজুদ কমে যাচ্ছে। উপরন্তু উপরোল্লেখিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কারণে এ পানিতে রাসায়নিক ও বর্জ্য দূষণ বাড়ছে,যা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। **তৃতীয়ত**, শুকনো মৌসুমে মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় সমুদ্রের পানি দেশের প্রায় মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত চলে এসে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পানি যেমন পান করা যায়না,তেমনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও ব্যবহারের অযোগ্য। **চতুর্থত**, ভূগর্ভের পানিতে রয়েছে ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণ। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় আর্সেনিক দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে প্রায় ৮ কোটি মানুষের সুপেয় পানির উৎস সংকুচিত হয়ে এসেছে। **পঞ্চমত**, ভূগর্ভের পানির স্তর নেমে গেছে। এ কারণে দেশের কোন একটি শহর-নগরে নয়,দেশের উত্তর-দক্ষিণ,পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে গ্রামাঞ্চলেও এ সময় অসংখ্য নলকূপে পানি পাওয়া যায়না।

বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও প্রতিবছর মিঠা,সুপেয় বা বিশুদ্ধ পানির অভাব বাড়ছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী,বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ১০০কোটিরও বেশি মানুষ তীব্র পানি সংকটে পড়েছে। এবারের বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। তবে এবারের পানি দিবসে সবচেয়ে জোড়ালো কণ্ঠে যে কথাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা হল - পানি প্রাপ্তির অধিকারকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ঘোষণা করতে হবে।

মেয়ের ১৮ ও ছেলের ২১ বছর বয়সের নিচে আর বিয়ে নয়

নি ব ন্ধ

টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনাময় সূচক SME

আবু করিম সামি উদ্দিন,শাখা ব্যবস্থাপক, লাইভলীহুড বিভাগ, ঘাসফুল।

সম্ভাবনার অপার দিগন্তে পৌঁছার এক অদম্য স্পৃহা নিয়ে আশির দশকে উদ্ভব ঘটে আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের এক নতুন চলক "ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী"। ক্ষুদ্র ঋণ নামক এই চলকটি সামষ্টিক অর্থনীতির গতিশীলতায় সঞ্চার করেছে নতুন মাত্রা। বিশ্ব অর্থনীতির ধাবমান ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এক উচ্চাভিলাষী অথচ সময়োপযোগী এবং ব্যতিক্রমধর্মী ধারণা "ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী" বিশ্বের তাবৎ বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদদের মনোজগতে চিন্তার ঝড় তোলে। তাঁরা ভাবিত হয় এ কর্মসূচীর সম্ভাবনা নিয়ে। ৯০ এর দশকে এসে এ কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয় । তার ইতিবাচক সম্প্রসারণ,সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিতে অন্যতম সঞ্চালক এবং আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে।

এ সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারের সম্ভাবনাকে নিয়ে যখন প্রশ্ন জাগে তখনই আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে,যেকোন ক্ষুদ্র'ই সমাপ্তি ঘটে নিজেকে বিশালতায় সমর্পণের মাধ্যমে। আর এ বিশালতায় পৌঁছার জন্য তাকে অতিক্রম করতে হয় "ছোট" এবং "মাঝারি " এ দুটি স্তর। এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষুদ্রঋণ প্রবেশ করেছে ছোট ও মাঝারী ঋণের পরিসরে । যার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে SME (Small and Medium Enterprise)। যা বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির শিল্পায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে ভূমিকা রাখছে। বৃহৎ শিল্পায়নে এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতিসংঘ,বিশ্বব্যাংক,আইএমএফ সহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা SME'র প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসছে। তবে সবচেয়ে আশার কথা যে, সব অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ছোট ও মাঝারী শিল্পকে পাশ কাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বপ্ন দেখছেন, তারাই আজ সেমিনার,প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন কার্যকর এবং পরিকল্পিত SME গঠনে এগিয়ে আসতে। এ সব প্রতিষ্ঠানের এ বোধোদয় বিপ্লবের পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বাংলাদেশে প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা শত শত বেসরকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা এবং শত সহস্র উন্নয়ন কর্মীর নিবেদিত শ্রম।

SME'র সংজ্ঞাঃ এখনো পর্যন্ত SME কে কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে এনে সংজ্ঞায়িত করা যায়নি। তবে CED(Community For Economic Development) এর মতে, নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের কমপক্ষে দুটি বৈশিষ্ট্য যার থাকবে তাকেই SME হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। বৈশিষ্ট্য চারটি হলঃ

১.স্বাধীন ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপকই যার স্বত্বাধিকারী ।

২. ব্যক্তিগত কিংবা কয়েকজন উদ্যোক্তাই পুঁজির যোগান দিবে।

৩.উৎপাদন এলাকা হবে প্রধানত স্থানীয় এবং উদ্যোক্তা ও শ্রমিক সাধারণত নিজ এলাকাভুক্ত হয়। তবে তার বাজার কিন্তু স্থানীয় নয়।

৪.বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ,শ্রমিকের সংখ্যা এবং অন্যান্য অনুসঙ্গগুলো অবশ্যই বৃহৎ শিল্পের চেয়ে কম।

অন্যদিকে SBA(The US Small Business Administration) SME কে সংজ্ঞায়িত করেছেন ব্যবসার ধরণ এবং টাকার অংকে। তাদের মতে,ব্যবসার ধরন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বার্ষিক পুঁজির প্রবাহ নিম্নরূপ ঃ

১.খুচরা বিক্রেতাঃ যার বার্ষিক পুঁজির প্রবাহ ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার । যেমন- খাদ্য দ্রব্য বিক্রেতা এবং কাপড় ব্যবসায়ী।

২.সেবাখাতসমূহঃ এদেরও বার্ষিক পুঁজি প্রবাহ ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার । এ খাতগুলো হলঃ সেলুন,বিউটি পার্লার,মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান এবং ইলেকট্রিশিয়ান।

৩.পাইকারী ব্যবসাঃ তাদের বার্ষিক পুঁজির প্রবাহ হল ৯.৫ মিলিয়ন ডলার। তারা কখনো ক্রেতা আবার কখনো বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

"বাংলাদেশ শিল্পনীতি ১৯৯১" ধারা অনুযায়ী ছোট এবং মাঝারী শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ:

ক. ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা হবে ৫০ এর নীচে এবং বিনিয়োগের জন্য স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হবে ১০ কোটি টাকার কম।

খ.মাঝারী শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা হবে ৫০-৯৯ জন এবং বিনিয়োগের পরিমান হবে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে,উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রেক্ষিতে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে বাংলাদেশে ছোট এবং মাঝারি শিল্প বলে যেগুলোকে চিহ্নিত করি,সেগুলো আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপটে কুটিরশিল্প বলে বিবেচিত হবে।

SME'র বৈশিষ্ট্য বা সংজ্ঞা যাই হোক কিংবা আওতা বা পরিধি যতটুকুই হউক,বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ নতুন ধারণাটির যথেষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে SME 'র তথ্যভিত্তিক অবদান যদি হিসেব করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট জিডিপিতে এর অবদান ৪,৭০০কোটি টাকা এবং যেখানে ৩,১০ লক্ষ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ২০০৩ সালে মার্চ মাসে দাতাসংস্থা সমূহ কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যাচ্ছে,বাংলাদেশের কমোডিটি (পণ্য) বাজারে কমপক্ষে ৭৫% দ্রব্যের যোগান দিচ্ছে এ SME । এটি বছরের ১১ মাসই তাদের উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যায় যেখানে শ্রমিকরা পড়ে প্রতিমাসে ২৮ দিন এবং দিনে কমপক্ষে ১০ঘন্টা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। এর মোট উৎপাদনে ৪০% ভূমিকা রাখছে খুচরো এবং পাইকারী বিক্রেতাগণ। উৎপাদন এবং কৃষিখাতের অবদান হল ২২% এবং ম্যানুফ্যাকচারিং এর অবদান হল ১৪%। সর্বোপরি মোট জিডিপিতে SME'র অবদান হল ২০- ২৫%।

জিডিপিতে যে খাতের বিশাল অবদান সেই SME'র সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে;যেমন:

ক.যখনই নতুন কোন কিছু উৎপাদনের চিন্তা আসে তখনই উদ্যোগী হয়ে কাজ শুরু করা যায়।

খ. প্রতিদিনই উৎপাদন কাজ চালানোর জন্য নিজ উদ্যোগ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

গ.যেখানে ব্যক্তিগত সেবা কিংবা পেশাদারী দক্ষতার প্রয়োগ সহজ হয়।

ঘ.উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার প্রধানত স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করা যায়।

ঙ.সীমিত আকারের বাজারেই দ্রব্যের পর্যাপ্ততা কিংবা অপর্যাপ্ততা যাচাই করা যায় । এবং সর্বোপরি

চ.এ সম্মিলিত সুবিধাসমূহ ব্যক্তিকে সতর্ক এবং প্রতিযোগি ব্যবস্থাপনা তৈরী করতে সহায়তা করে যাতে SME'র সফল হয়।

এতসব সুযোগ-সুবিধা কিংবা সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিশাল অবদানের পরও দুঃখজনক হলেও সত্য যে,এ SME পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এটি আশাহতভাবে অবহেলিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে । মোট SME'র মাত্র ৩৫% প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা পাচ্ছে । এবং এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো দেশে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাসমূহ। অন্যদিকে বড় বড় শিল্প বা এন্টারপ্রাইজগুলো ৫৫% ঋণ সুবিধা পাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো।

২০০৩ সালের মার্চে দাতাসংস্থাগুলো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ কাজ এবং এর আশানুরূপ ফলাফল দেখে বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো SME'র সম্প্রসারণে হাত বাড়াচ্ছে। এতেই আমরা আশাবিত যে,প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা এবং প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা তৈরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং বেসরকারী সংস্থা সমূহ যে উদ্যোগী হয়েছে তাতে অচিরেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে SME একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্রঃ Website of Department of Agriculture Marketing.

জীবন সাগরে উত্তাল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক মনোয়ারার কথা

সামসুন নাহার সুমী

বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে উঠা দ্বীপ ভোলার উত্তরহাসিন গ্রামে জন্ম হয় মনোয়ারা বেগমের। নদী যেমন দ্বীপকে ঘিরে রাখে এবং স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শহর ও জনপদকে, তেমনি দুঃখ কষ্ট ও অভাবও ঘিরে রেখেছে মনোয়ারা বেগমের জীবনকে।

বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক চাষাবাদের কাজ করতেন। কিন্তু হঠাৎ অজানা রোগে তার মৃত্যু হয়। সংসারের দায়-দায়িত্ব তখন বর্তায় ভাইয়ের উপর। স্কুলে যাওয়া তার কোন কালেই হয়ে উঠেনি। মক্তবেই চলছিল তার শিক্ষা। কিন্তু তাও বাবার মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়, কারণ বড় ভাই তাকে মাটি ভাঙ্গার কাজে লাগিয়ে দেয়। গরুর ঘাস কাটা, ক্ষেতে পানি দেয়া ইত্যাদি কাজও করতে হত। মা বিবি জহুরা বেগম থাকেন নিশ্চুপ। ইচ্ছা ছিল চাকুরি করার কিন্তু সংসারের সব কাজ তাকে করতে হত। সেও সব করত, ভাইয়ের সংসারে বোঝা না হবার জন্য 'বিয়ে কি' তা বোঝার আগে মাত্র ১০ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। অন্যের বাড়ি চলে যাবে- এই চিন্তায় কান্নাকাটি করতে থাকে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এত কিছুর পরও মন গলেনা ভাইয়ের। মারধোর এবং জোর করেই একই এলাকার ইলিয়াসের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। ইলিয়াস তখন দারোয়ানের কাজ করে, মোটামুটি ভালই দিন কাটছিল। এরই মধ্যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একে একে ৪টি সন্তানের জন্ম হল তাদের। এ সময় সামান্য জমি যা ছিল নদী ভাঙ্গনের ফলে তাও হারায় মনোয়ারা। অভাব অনটন নিত্য দিনের সঙ্গী তাই ভাল রোজগারের আশায় কাজের সন্ধানে চট্টগ্রামে চলে আসেন। কিন্তু কোথাও কোন কাজ না পাওয়ায় তার স্বামী বেকার হয়ে পড়ে। সংসারে তখন অভাব অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরে। অনাহার, অর্ধাহারে দিন কাটতে থাকে। ছেলেমেয়ের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অন্যের বাসায় কাজ করতে লাগলেন। এর মধ্যে স্বামীও রিকশা চালানো শুরু করে। কিন্তু স্বামীর চারিত্রিক দূর্বলতার কারণে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। স্বামী কর্তৃক মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনও বাড়তে থাকে তার উপর। বাড়তি রোজগারের আশায় অন্যের বাসায় ঝি এর কাজ নেয় মনোয়ারা। সেই সাথে শুরু করে কাঁথা সেলাই। আর মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হন মেয়েদের মানুষের মত মানুষ করতে, অল্প লেখাপড়ার পর অভাব-অনটন হেতু ছেলেকে রাজ মিস্ত্রির কাজ শিখতে দেয়। অন্যদিকে মেয়ে দুটিকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়ে গার্মেন্টেসের কাজ করতে দেয়। স্বামী নয়, মা ও ছেলে মেয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় অভাব অনেকটা দূর হয়।

"বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা ঃ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকায়ন প্রান্তিকীকরণ" শীর্ষক সমাবেশে নিজের জীবনকথা বর্ণনা করছেন মনোয়ারা বেগম।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও মনোয়ারা চায় শিখতে, কাজ করতে, পড়তে। তার এবং এলাকাবাসীর আগ্রহের কারণে ঘাসফুল সেখানে রিফেন্ট সার্কেল আরম্ভ করে। যার নাম দেয়া হয় "প্রভা" সার্কেল। সার্কেলটি ছোটপুল জসিমের কলোনীতে অবস্থিত। ঘাসফুল পরিচালিত এ সার্কেলে স্বাক্ষরতা,মানবাধিকার,নারী ও শিশু অধিকার, বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। প্রভা সার্কেলে সমিতি করার জন্য তার আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল সবচেয়ে বেশি,তার ধারণা প্রতিদিনের এই দুই টাকা কোন এক বিপদের সময় কাজে লাগানো যাবে। ভূমিকা রাখবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে। সার্কেল শুরুর আগে লেখাপড়া জানা ছিলনা মনোয়ারার । কিন্তু সার্কেলে নিয়মিত উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে তিনি কিছুটা পড়ালেখা করতে পারেন এবং তিনি তার নাতিকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নিজের শিক্ষাটাকে কিছুটা হলেও কাজে লাগাতে পারছেন। এছাড়াও তিনি প্রতিবেশীদের পড়াতে পারছেন এবং সমিতির হিসাব নিকাশ লিখে রাখতে পারছেন। স্বাস্থ্য,পরিবার পরিকল্পনা,অধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। নিজেদের অধিকার আদায় করার কৌশল শিখেছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ঘাসফুল কর্তৃক পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপের সদস্য হয়েছেন। বিভিন্ন সভা সমিতিতে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তার এ ধরণের ভূমিকার কারণে তিনি সহযোগী সংস্থা এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ কর্তৃক গত ১১ই ডিসেম্বর ২০০৫ ঢাকার এলজিইডি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা ঃ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকায়ন প্রান্তিকীকরণ" শীর্ষক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি তার চলার পথে নিরন্তর সংগ্রাম কাহিনী "জীবননদী"শোনান। নিগৃহিত,নিপীড়িত এবং অবহেলিত এ নারীর সার্বিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনে উক্ত সমাবেশে উপস্থিত সকলে প্রশংসা করেন।

তার এ ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি বলেন, **"রিফেন্ট সার্কেলে পড়াশুনা করে এবং আমার জীবন থেকে আমি যে শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করেছি , সেটা হল যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন ভালভাবে বাঁচার জন্য, ভালো থাকার জন্য কাজ করে যাব। ছোট দুই মেয়েকে পড়ালেখা শিখাব এবং তাদেরকে ১৮ বছরের নিচে বিয়ে দিবনা এবং বিয়েতে অবশ্যই যৌতুক দিবনা। লেখাপড়া শিখে তারা যেন মানুষের মত মানুষ হয় সে প্রচেষ্টাই আমি করে যাচ্ছি।**

তার কথা শুনে আমাদের মনে হল পূর্ণজন্ম হল যেন অন্য এক মনোয়ারার।

ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারে টিকাদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল পরিচালিত ৫টি এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর-কিশোরীদের টি.টি.টিকা বিষয়ক ওরিয়েন্টশন দেয়া হয়। উক্ত ওরিয়েন্টশনে উদ্বুদ্ধ হয়ে অংশগ্রহণকারীরা টি.টি টিকা নেয়। সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ে আয়োজিত এ টিকাদান কর্মসূচীতে কিশোর-কিশোরীদের টিকা প্রদান করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নার্স হোসনা বানু। গত ২২ মার্চ ও ২৯ মার্চ যথাক্রমে পোস্তারপাড় ও কদমতলী সেন্টারে মোট ৪৫ জন কিশোরীকে ১ম ডোজ টিকা দেয়া হয়। উক্ত টি.টি টিকা দান কর্মসূচীতে এডোলোসেন্ট সেন্টারের শিক্ষিকা ফরিদা খাতুন ও গুলশান আরা,শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তাদ্বয় যথাক্রমে আলো চক্রবর্তী ও তাসলিমা আকতার,রিফ্লেক্ট প্রশিক্ষক সামসুন্নাহার সুমী,প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা জেবুন্নেছা বেগম উপস্থিত ছিলেন

আইনী ধারণা ও আইন সহায়তা বিষয়ে সচেতনতা সভা

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আয়োজিত "আইনী ধারণা ও আইন সহায়তা বিষয়ে সচেতনতা সভা" শীর্ষক মতবিনিময় সভার আলোচকগণ বলেছেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আইন বিষয়ে সচেতন না হওয়ার কারণে অনেকক্ষেত্রে আইনী সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। কোন ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে, কিংবা কারও দ্বারা নির্যাতিত হলে আইনী সহায়তা পাওয়াটা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। গত ৩১ জানুয়ারি মঙ্গলবার পটিয়া কোলাপাড় ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ব্লাস্ট আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোস্তফা মোস্তাকুর রহিম খাঁন, ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিটের সমন্বয়কারী এড. রেজাউল করিম, কোলাগাঁও ইউপি চেয়ারম্যান নূর আলী চৌধুরী, ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সবিতা দেব, নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্য পহেলী বড়ুয়া প্রমুখ। ব্লাস্টের সহযোগী সংগঠন ঘাসফুলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ সভার তত্ত্বাবধান করেন ঘাসফুলের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অনুষ্ঠান শেষে মুক্ত আলোচনায় আইন বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন ব্লাস্টের স্টাফ ল'ইয়ার ওসমান হায়দার।

সভায় বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল হক।

ঘাসফুলের উদ্যোগে এডোলোসেন্ট ফ্রেন্ডলী কর্ণার উদ্বোধন

ঘাসফুল ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি) এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এডোলোসেন্ট রিপ্রডাক্টিভ হেলথ (এআরএইচ) প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদান,শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে গত ৫ জানুয়ারী ২০০৬ ঘাসফুল কাউলী অফিসে এডোলোসেন্ট ফ্রেন্ডলি কর্ণারের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। কর্মএলাকার কিশোর-কিশোরীদের জন্য এ ফ্রেন্ডলি কর্ণার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনার আরজু শাহাবুদ্দিন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, বিসিসিপি'র প্রোগ্রাম অফিসার সনজিদ সরকার,কিশোর-কিশোরী,শিক্ষক,অভিভাবকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভার বক্তব্যে আরজু শাহাবুদ্দিন বলেন,ঘাসফুলের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়,এলাকার কিশোর-কিশোরীদের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ,যা অর্জন করতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি আরো বলেন,অত্র ফ্রেন্ডলি কর্ণারে কিশোর-কিশোরীরা একই সাথে বিনোদন,খেলাধুলা ও শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। অত্র কর্ণারি থেকে স্বাস্থ্যসেবা,খেলাধুলা ও পড়াশুনার ফলে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ফ্রেন্ডলী কর্ণারের উদ্বোধন করছেন মহিলা কমিশনার আরজু শাহাবুদ্দিন।

সনজিদ সরকার বলেন,কিশোর-কিশোরীদের জন্য গত ডিসেম্বর'০৫ এ শুরু হওয়া চিকিৎসা সেবা এ ফ্রেন্ডলি কর্ণারেরই অংশ। তিনি আরো বলেন, এখানে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র নিয়মিত চলবে। এছাড়াও এতে শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থাও আছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন,এটি কিশোর-কিশোরীদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সভাপতির বক্তব্যে আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন,অত্র প্রকল্পের সাথে যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী অর্ন্তভূক্ত তাদের সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই এ ফ্রেন্ডলি কর্ণার উদ্বোধন করা হয়েছে ।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে,উক্ত ফ্রেন্ডলি কর্ণারে দাবা,লুডু,পিনবোর্ড বল,ক্যারাম ছাড়াও অত্র প্রকল্পের যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ ও ম্যাগাজিন এবং ঘাসফুলের বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী আছে।

বীমা দাবি পরিশোধ

মৃত হাছিনা আক্তারের নমিনীর হাতে সঞ্চয়কৃত টাকা তুলে দিচ্ছেন লাইভলীহুড বিভাগের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির শিমুল এবং পতেঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান।

ঘাসফুল পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যের মৃত্যুপরবর্তী সময়ে তার পরিবার যেন আর্থিক দৈন্যদশার স্বীকার না হন সে লক্ষ্যে ২০০৪ সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। কোন উপকারভোগী ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের ঋণের স্থিতি সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যায়,সেই সাথে জমাকৃত সঞ্চয় তাঁর মনোনীত নমিনীকে ফেরত দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তর পতেঙ্গা এলাকার ৩ নং সমিতির ১১ নং সদস্য হাছিনা আক্তার রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার নমিনীর হাতে বীমা দাবি তুলে দেয়া হয়। প্রসংগত এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত হাছিনা আক্তার মৃত্যুর পূর্বে ৭০০০/- টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েক কিস্তি পরিশোধের পর তার মৃত্যু ঘটে। ফলে বীমা কার্যক্রমের নিয়মানুযায়ী তার অপরিশোধিত ৫২৫০/- টাকা মওকুফ ও সঞ্চয়কৃত ৯৫৪/- টাকা তাঁর মনোনীত নমিনী স্বামী মনির উদ্দিনের হাতে তুলে দেয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লাইভলীহুড বিভাগের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির শিমুল, পতেঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান এবং হিসাবরক্ষক রাজু দে উপস্থিত ছিলেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

ক্লিনিক: বিগত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'০৬) স্থায়ী ক্লিনিক সেশন হয়েছে মোট ২২টি এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন হয়েছে ৩৩টি । উক্ত সেশনগুলোর রোগীদের মধ্যে শিশু-২৯৭ জন, মহিলা- ১৪৮৯ জন, এবং পুরুষ-১০ জন। **টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই):** উল্লেখিত সময়ে মহিলা টি,টি গ্রহণ করেছে ৪৯৬ জন এবং শিশু টিকা গ্রহীতার সংখ্যা ৬১৩ জন। **পরিবার পরিকল্পনা:** প্রতিবেদন কালীন সময়ে মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৭৩১ জন । তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ২০০৩ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৭২৮ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ইনজেকশন ৪৪৮ জন এবং আইইউডি ১৬ জন । **নিরাপদ প্রসব:** বিগত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'০৬) নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ৩২৪ জন। তন্মধ্যে ১৬৩ জন ছেলে এবং ১৬১ জন মেয়ে। **গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা:** এ সময় সর্বমোট ২৬ টি গার্মেন্টসকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এতে মোট রোগীর সংখ্যা ৫৬৮৩ জন। তন্মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১১৯৭ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৪৪৮৬ জন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছোট শাখায় অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক জনাব ডঃ সৈয়দ নেছার আহমদ রুমি। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে পোস্তারপাড় এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোরী খালেদা আক্তার। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই.স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা ও ঘাসফুলের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঘাসফুলের শিক্ষার্থীরা তৃণমূল পর্যায়ের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩০ নং পূর্ব মাদারবাড়ী ওয়ার্ড কমিশনার জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ। এতে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শফিউল আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মোহাম্মদ আরমান,সেবক কলোনীস্থ উদয় যুব সংঘের প্রধান উপদেষ্টা জনাব রাজারাম সর্দার এবং অত্র সংগঠনের সভাপতি জনাব জগদীশ দাশ,ঘাসফুলের মনিটরিং,রির্পোটিং এবং পাবলিকেশন অফিসার মোহাম্মদ আলমগীর এবং সংস্থার শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী ও তাসলিমা বেগম,প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা জেবুন্নেছা বেগম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। অত্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের সহ-সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। স্বাগত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলমগীর বলেন,সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘদিন যাবত ঘাসফুল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি আজকের এ কর্মসূচীতে উপস্থিত হওয়ার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানান। জনাব রাজারাম সর্দার অত্র এলাকার শিক্ষা,স্বাস্থ্য তদুপরি জীবনমান উন্নয়নে ঘাসফুলের অবদানের কথা তুলে ধরেন। জনাব জগদীশ দাশ বলেন,সমাজের অস্পর্শ্য ও নিপৃহিত এ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা,স্বাস্থ্য,মানবাধিকার ও পয়ঃনিষ্কাশন অবস্থা অত্যন্ত করুণ। অত্র কমিউনিটির প্রায় তিনহাজার জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে ঘাসফুল বিগত আট/নয় বছর যাবত নিরলসভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মোহাম্মদ আরমান অবহেলিত এ ধরণের শিশুদের সমাজের অন্যান্য সাধারণ জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সকলকে আহবান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ সমাজের পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা,স্বাস্থ্য,পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন,যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে যদি এ সমস্ত সম্ভাবনাময় শিশুদের প্রতিভা বিকশিত করতে পারলে তারা ভবিষ্যতে নিজেদেরকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। সেক্ষেত্রে দল,মত,ধর্ম,বর্ণ সমাজের প্রত্যেককে এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন,বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বিশেষ করে এ কলোনীর মহিলাদেরকে সেলাই ও অন্যান্য হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঘাসফুলসহ অন্যান্য সকলকে আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন। সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ আরিফ বলেন,আজকের এ প্রতিযোগিতার একজন বিচারক হিসেবে আমি তাদের কার্যক্রম দেখে অভিভূত। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা পেলে তারা নিজেরা একদিন বড় শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি ঘাসফুল কর্তৃক এ ধরণের কার্যক্রম কমিউনিটির অন্যান্য জায়গায়ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে সভায় জানান। পরবর্তীতে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

প্রশিক্ষণ

ভিতরে :

* ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে গত ৫-৬ জানুয়ারী ২০০৬ তারিখে সহায়কদের রিফ্রেষ্ট বেসিক সার্কেল মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এ্যাসিসটেন্ট রিফ্রেষ্ট ট্রেইনার সামছুন নাহার। এছাড়াও গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখে সহায়কদের পোষ্ট এক্টিভিটি এবং অব্যাহত শিক্ষা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এ্যাসিসটেন্ট রিফ্রেষ্ট ট্রেইনার সামছুন নাহার।

কর্মশালা:

* "Preparation on Financial Statements" শীর্ষক দুইটি দিনব্যাপী কর্মশালা যথাক্রমে গত ১১ ও ১৮ মার্চ'০৬ অনুষ্ঠিত হয়। এতে লাইভলীহুড বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সকল শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও হিসাবরক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

* প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ত্রৈমাসিক কর্মশালা গত ৩০ মার্চ ২০০৬ সংস্থার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অত্র বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বাইরে :

* এনজেন্ডার আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী আইইউডি সংক্রমণের উপর প্রশিক্ষণ গত ২৩-২৭ জানুয়ারী'০৬ পটিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন মেডিকেল অফিসার ডাঃ নিবেদিতা দাশ ও নার্স হোসনা বানু।

* বিটা আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী মানবাধিকার প্রশিক্ষণ গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারী '০৬ বিটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,পটিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন GKNHRIB প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

কর্মশালা :

* বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি) আয়োজিত বার দিন ব্যাপী "Advances in Family Health and Social Communication"শীর্ষক কর্মশালা গত ৫-১৬ মার্চ'০৬ কুমিল্লা বার্ড-এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

জন্মনিবন্ধন, নিরাপদ পানি ও আইনী সহায়তা বিষয়ে ঘাসফুলের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত জানুয়ারী হতে মার্চ'০৬ পর্যন্ত মাসব্যাপী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জন্মনিবন্ধন,নিরাপদ পানি ও আইনী সহায়তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মোট ২৫টি বৈঠক পরিচালনা করে। উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, জন্মনিবন্ধন ইস্যুটি সম্পর্কে পূর্বে তাদের কোন ধারণাই ছিলনা। অল্প যে কয়েকজন বিষয়টি সম্পর্কে জানেন তারা অর্থের অভাবে এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের শিশুদের জন্মনিবন্ধন করাতে পারছেনা। উপস্থিত বেশীর ভাগ অংশগ্রহণকারী তাদের শিশুদের জন্ম নিবন্ধন করেনি, তবে এই কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন প্রতিটা শিশুরই জন্মগত অধিকার তা তারা বুঝতে সক্ষম হয়। তারা বলেন, সরকার নির্ধারিত আটটি বিষয় সহ যেকোন কাজে ও পরিকল্পনায় জন্মনিবন্ধন সনদ গুরুত্বপূর্ণ, এর দ্বারা শিশু ,পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র উপকৃত হয় এবং জাতীয় অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। অংশগ্রহণকারীগণ আরো জানান,পানি সঙ্কট সব স্থানে থাকলেও সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে দরিদ্র মানুষরা। নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানির অভাবের কথা তুলে ধরে তারা বলেন, অনেক জায়গায় রাস্তার কল বন্ধ হয়ে গেছে বা অকেজো হয়ে রয়েছে। তাছাড়া বাড়ির ওয়াসার লাইনেও পানি আসেনা ,ফলে দরিদ্র মানুষদের চড়া দামে পানি কিনতে হচ্ছে। এছাড়াও পারিবারিক কোন সমস্যা বা এলাকায় নারী নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটলে আইনী সহায়তার জন্য ঘাসফুলের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়া হয়।

ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুল শিক্ষিকাদের চারদিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ১১-১৪ ফেব্রুয়ারী'০৬ সংস্থার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বমোট ১১ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনার কৌশলগুলোকে আরো সহজতর করা। প্রশিক্ষণে চলতি পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি শ্রেণী কক্ষ প্রাণবন্ত ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সহজতর পদ্ধতিতে পাঠ আদায় কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সমগ্র প্রশিক্ষণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী।

আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাদের দ্বারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করে আসছে। তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পিকেএসএফ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে সহযোগী সংস্থার সামর্থ বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান। বর্তমানে পিকেএসএফ এর সহায়তায় পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। যাদের শতকরা ৯১ ভাগ মহিলা বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। উক্ত মেলায় পিকেএসএফ এর ৩৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৫০টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। আর এতে স্টলের সংখ্যা ছিল ৫৮টি। মেলায় উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ডিসপ্লে,আলোকচিত্র ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় ।

এর আগে গত ৪ ফেব্রুয়ারী'০৬ দুইদিন ব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস। তিনি ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক গঠনে শিগগির একটি আইন প্রণয়ণ করার জন্য সরকারকে জোর তাগিদ দেন। তিনি বলেন,ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য আজ দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এ সাফল্যকে অবহেলার মাধ্যমে দূর্বল না করে বরং আইন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এনে একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে।

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ ফখরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ'এর চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন,আর্ন্তজাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষের সমাপনী মানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সমাপনী নয়,বরং এটি একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। তিনি আরো বলেন,যাদের অবদানে এ দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সাফল্য এসেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় হিসেবে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

মেলার শেষ দিনে পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ পাঁচটি সহযোগী সংস্থাকে সম্মাননা দিয়েছে । সংস্থাগুলো হলঃ ঢাকার পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোরের জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন,ফরিদপুরের সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি(এসডিসি), বগুড়ার ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এবং পাইবান্ধার সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)। প্রধানমন্ত্রী এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

প্রসংগত এখানে উল্লেখ্য যে,পিকেএসএফ'এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘাসফুলও উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং নির্ধারিত স্টলে সংস্থার উপকারভোগীদের দ্বারা তৈরীকৃত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস -২০০৬ এর আলোচনা সভায় বক্তারা "নিরাপদে চলাচল করা নারীর একটি অধিকার"

ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ৮ মার্চ ২০০৬ বিশ্ব নারী দিবস'০৬ পালিত হয়। এ উপলক্ষে জিকেএনএইচআরআইভি (জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ) প্রকল্পের আওতায় এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাস্ট) এর সহযোগিতায় পটিয়া উপজেলার ১ নং (খ) চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ইছানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

সভায় ধারণাপত্র পাঠ করছেন প্রকল্পের হিসাবরক্ষক সাইফুদ্দিন আহমেদ। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং র‍্যালির আয়োজন করা হয়।সভার শুরুতেই "নিরাপদে চলাচল করা নারীর একটি অধিকার" এই প্রতিপাদ্য বিষয়ে ধারণা পত্র পাঠ করেন প্রকল্পের হিসাবরক্ষক সাইফুদ্দীন আহমেদ।

আলোচনা সভার শুরুতে প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমগ্র বিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। ঘাসফুল বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাস্ট) এর সহযোগিতায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করছে। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী। নারীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, নারীর উপর নানা রকম সামাজিক বিধি নিষেধ আরোপ করে তার চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করা মানে নারীর প্রতি বৈষম্য করা। পরিবার, দেশ ও জাতির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে নারীর চলাচলকে নিরাপদ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ নানা ক্ষেত্রে যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকায় নারীর মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। আর এ কারণে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ নীতিতে নারী ও পরিবারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির কার্যকর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

সভায় নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্য ও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব হাজী নুরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে ,সকলকে সচেতন হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তাহলেই সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং বৈষম্যের শিকার হলে তা একসাথে প্রতিরোধ করতে পারবে। স্থানীয় ইউপি সদস্য জনাব হাফেজ আহম্মদ বলেন,সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজাল দিয়ে নারীর চলাচল বন্ধ করা উচিত নয়। ঘরে বাইরে এমনিতে তারা নিরাপত্তাহীন। পরিবার ও দেশের স্বার্থে নারীর চলাচলের উপর কোন বিধি আরোপ করা যাবে না। বরং তাদের চলাচলকে আরো সুগম করে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ইউপি মেম্বার হালিমা বেগম, মমতাজ বেগম, জালাল আহম্মদ,জেসমিন আক্তার ,সাদেক হোসেন, আবদুস ছত্তর মাস্টার ও আছিয়া বেগম প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

এদিকে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব নারী দিবস'০৬ উপলক্ষে ৫টি এডোলোসেন্ট সেন্টারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কিশোর-কিশোরীরা ছাড়াও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন,বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। নারী নির্যাতন,নিগ্রহ,বাল্যবিবাহ,যৌতুক এবং সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কারের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীদের তুলনায় আমাদের দেশের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও ঘাসফুল এর যৌথ উদ্যোগে "সবুজ" প্রকল্পের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস'০৬ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রকল্প কর্মীবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রকল্পের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠিসহ সর্বস্তরের নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন পাঁচটি ইএসপি স্কুলের উদ্বোধন

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বিগত ১৯৯৮ সাল থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করনোর নিমিত্তে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত মার্চ'০৬ থেকে বর্তমানে পরিচালনাধীন স্কুলগুলোর সাথে আরো নতুন পাঁচটি স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্র্যাকের সহায়তায় পরিচালিত এ স্কুলগুলোতে ১৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়ন করছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ,ইএসপি প্রোগ্রাম অর্গানাইজারবৃন্দ,শিক্ষার্থী,অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে,পুরাতন ১০টি স্কুলের সাথে নতুন এই ৫টি স্কুল পটিয়া উপজেলার ৪টি গ্রাম যথাক্রমে লাখেরা,চাপড়া,কোলাগাঁও এবং বানীগ্রামে পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা (শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফলে বাজার ব্যবস্থা উন্মুক্ত হওয়ার কারণে উন্নত দেশের পণ্যসমূহ সাথে দেশীয় পন্যসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না। তবুও গুটিকয়েক বস্তুনিপণ্যের উপর তারা শুল্ক সুবিধা দিচ্ছেনা। উক্ত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেজেএস'এর ব্যবস্থাপক জনাব আবদুল্লাহ্ আল মামুন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেন,দরকষাকষিতে অসামর্থ্যতা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাপ প্রয়োগের অক্ষমতার জন্য আমরা বাণিজ্য প্রতিযোগিতার সাথে পাল্লা দিতে পারছিনা । হংকং সম্মেলনে বাংলাদেশের মূল দাবি ছিল কৃষি ও শিল্প পন্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা এবং সেবাখাতের অধীনে শ্রমিক ও পেশাজীবি রপ্তানি। কিন্তু সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোতে ইতিবাচক ফলাফলের আশা পূরণ হয়নি। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মীদের মধ্য থেকে দৈনিক ডেইলি লাইফের প্রতিনিধি জনাব তমাল চৌধূরী বলেন, আজকের এ আয়োজন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলনের বাংলাদেশের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি তা আলোচনার মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ ও সরকারের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে। দৈনিক আজাদীর সহ-সম্পাদক জনাব সাইফুদ্দিন খালেদ বলেন, শুধুমাত্র কিছু উঠতি পন্য রপ্তানির জন্য(যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে এবং তৈরী পোশাক,চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য সমূহ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবেনা ,এটাকে আমরা প্রাপ্তি বলতে পারিনা। এছাড়াও দৈনিক দি ডেইলি স্টারের দ্বীপায়ন বনি, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের তিতুমীর,দৈনিক বাংলাবাজার এর নুরুল ইসলাম রিফাত এবং দৈনিক জনকণ্ঠ এর মাকসুদ আহমেদ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। হংকং সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের কিছু না পাওয়া বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, সংশ্লিষ্টদের তথ্যের ঘাটতি,বাণিজ্যবুদ্ধির অভাব,দরকষাকষির অনভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক দুরদর্শিতার অভাব আর সমন্বয়হীনতার কারণেই বাণিজ্য স্বার্থের ব্যাপারটি বাংলাদেশের প্রতিকূলে গেছে। সভার মডারেটর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্যতা ও দক্ষতা এখনও অর্জন করেনি, তাছাড়া মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর পণ্যগুলোর মূল্য,মান,এবং বহুল প্রচারের জন্যে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের কারণে দেশীয় পণ্যগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা। ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেশীয় পন্য ও বীজ। অথচ একটা সময়ে এ দেশের কিছু কিছু পণ্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল। সুতরাং আমাদের সরকারের উচিত বিশ্বায়নের এ যুগে এখনই এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি উপস্থিত সকল অংশগ্রহনকারী এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ প্রদান করেন 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং ঘোষণা : বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও করণীয়' শীর্ষক এই জনগুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভার আয়োজন, মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার জন্যে এবং আবারো এ ধরনের আয়োজনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বর্ষ ৫
সংখ্যা ১
জানুয়ারী - মার্চ ২০০৬

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে "বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা হংকং ঘোষণা ঃ বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও করণীয় " শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

এ্যালায়েন্স অব ফুড সভরেইন্টি ক্যাম্পেইন (এএফএসসি), ঘাসফুল, জাগ্রত যুব সংঘ(জেজেএস) ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর আয়োজনে বিগত ডিসেম্বর ২০০৫ হংকং - এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করে এক মতবিনিময় সভা গত ১৬ মার্চ ২০০৬ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের প্রধান প্রতিবেদক জনাব এম,নাসিরুল হক। তিনি বলেন,বিগত ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং সম্মেলনে স্বল্প উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাপ্তি এবং এ বিষয়ে আমাদের ভবিষ্যত করণীয় দিকসমূহ আজকের এ অনুষ্ঠানে মূলত আলোচিত হবে । এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি উপস্থিত সবাইকে এ অনুষ্ঠানে আসা এবং এএফএসসি'র সহযোগী সদস্য হিসেবে আজকের এ মতবিনিময় সভার সহ আয়োজক হিসেবে ঘাসফুলকে মনোনীত করায় ধন্যবাদ জানান। এফএসসি'র আহবায়ক ও জাগ্রত যুব সংঘ(জেজেএস) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এ,টি,এম জাকির হোসেন বলেন,দেশের ৬৪টি এনজিও,বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার শ্রমিক ,কর্মচারীদের নিয়ে এএফএসসি গঠিত। মূলত:দেশের তৃণমূল জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন দেশীয় বীজ ও জীব - বৈচিত্র্য সংরক্ষনে এ ফোরাম কাজ করছে। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আমান বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা,বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ এর মতো দাতাসংস্থার চাপে দেশের শিল্পকারখানাগুলোকে বেসরকারীখাতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মত বিনিময় সভায় বিষয় উপস্থাপন করছেন জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস) এর ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ঘাসফুলের উদ্যোগে পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ 'গ্লোবাল একশন উইক' উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ও কেয়ার-বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে এবং আদিবাসি শিশু শিক্ষা ফোরাম(আইসিইএফ) এর কারিগরি সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৩০ নং পূর্ব মাদারবাড়ী ওয়ার্ডস্থ সেবক কলোনী প্রাঙ্গনে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অত্র সপ্তাহের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ঘাসফুলের শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা। তিনি বলেন, গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন আগামী ২৪-৩০ এপ্রিল ২০০৬ "গ্লোবাল একশন উইক"পালন করবে। এরই আওতায় বেসরকারী সংস্থা,শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে শিক্ষা অভিযান তথা গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই)শিরোনামে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সপ্তাহকে সফল করার লক্ষ্যে আইসিইএফ সারাদেশে দক্ষ শিক্ষক ও মানসম্মত শিক্ষার উপর ডোজিয়ার বা তথ্য সংগ্রহ করছে। ডোজিয়ার তৈরীর জন্য ছবি সংগ্রহ,ম্যাপ,রচনা প্রতিযোগিতা পোর্ট্রেট,বডি ম্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে আজকের এ সভার আয়োজন। উক্ত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

একজন অংশগ্রহণকারীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ৩০নং ওয়ার্ড কমিশনার ইকবাল হাফিজ যুবরাজ।

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আলমগীর

সম্পাদকীয় পরিষদ
মাফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার
আনজুমান বানু লিমা

নওঁগায় ঘাসফুলের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু

সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল স্বাস্থ্য,শিক্ষা,সুশাসন ও আইনী সহায়তা, মানবাধিকার, স্যানিটেশন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। গ্রামীণ ও শহুরে বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার নিমিত্তে প্রাথমিকভাবে ১৯৯৩ সাল থেকে ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করলেও ১৯৯৭ সাল থেকে পূর্ণ উদ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শুরুতেই ক্ষুদ্র পরিসরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সময়ের দাবীতে ও এলাকার জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঘাসফুল চট্টগ্রাম ও ঢাকার পর গত জানুয়ারী ২০০৬ থেকে তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে নওঁগা জেলার নেয়ামতপুর উপজেলায় প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

নিউ ভিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ই-মেইল : ghashful@spnetctg.comতে প্রকাশিত।